গণক বলেন তবে ফিরে ধরি হাত।
"এর পূর্বজন্মে তুমি ছিলে রঘুনাথ।।
দশরথ-পুত্র তুমি কৌশল্যা উদরে।
চারি অংশ জন্ম নিলা অযোধ্যা নগরে।।
গণনাতে টের পাই তোমার যে নাম।
'জগৎমন'র মতে তুমি ছিলে রাম।।
তা হইলে তুমি হও স্বয়ং অবতার।
নিশ্চয় গণনা ভ্রান্তি হ'য়েছে আমার।।"
কালীয় দমন করে ডুবে কালীদ'য়।
রাণী বলে বাঁচাইল কাত্যয়ণী মায়।।
যখন করেন লীলা মানব রূপেতে।
তখন তাঁহাকে কেহ না পারে চিনিতে।।
যোগে বসি ধ্যান করে যত মুনিগণ।
একা গর্গ ধ্যান করি চিনিল তখন।।
কন্ব মুনি পারণা করিতে নিবেদয়।
আপনি আসিয়া কৃষ্ণ তাঁর অন্ন খায়।।
ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে মুনিবর কয়।
'গোয়ালার ছেলে মোর অন্ন মেরে দেয়'।।
যশোদা রাখিল বেঁধে তবু এসে খায়।
ক্রোধ দেখি যশোদা ধরিল মুনি-পায়।।
যশোদা বলে 'রে কৃষ্ণ! অন্ন মার কেনে।'
কৃষ্ণ বলে 'আমারে ডাকিল কি কারণে?'
গৃহে বাঁধা এক কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ খায়।
তবু মুনি চিনিতে নারিল দয়াময়।।
বিস্ময় মানিয়া মুনি ধ্যানস্থ হইল।
ধ্যান করি বিশ্বহরি তবে সে চিনিল।।
কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারে না চিনি কেন জন।
পূর্ব্বেতে যেমন ভাব এখনও তেমন।।
পূর্বে যার যেই পথ আছে জানাজানি।
ইদানীং লইবে তারে সেই পথে টানি'।।
বিশ্বনাথে বাঁচাইয়া হরিচাঁদ নিল।
সেই বিশ্বনাথ শেষে দরবেশ হ'ল।।

শ্রীরামে যখন বিশ্বামিত্র ল'য়ে গেল।
স্বয়ং জানিয়া তবু মন্ত্র শিক্ষা দিল।।
তাড়কা বধিতে যবে রাম ছাড়ে বাণ।
বিশ্বামিত্র কেন ভীত হইল অজ্ঞান।।
পারে কিনা পারে রাম বধিতে তাড়কা।
তিনজনে খাইবেক যদি পায় দেখা।।
যদ্যপি বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু অবতার।
তথাপি শ্রীরামরূপে মানুষ আকার।।
যখন বশিষ্ঠ মুনি অভিষেক করে।
সাগরের জলে স্নান করা'ল রামেরে।।
চারি সাগরের জল মুনি আনাইল।
শ্রীরামে ব্রহ্ম-মুহূর্ত্তে স্নান করাইল।।
যদ্যপি জানে রাম সংসারের সার।
তথাপি করা'ল রামে মানুষ আচার।।
লীলার সময়ে সবে তেমতি জানিবে।
স্বয়ং জানিলে সেও নরভাবে ভাবে।।
ভূভার হরণ তার প্রতিজ্ঞা সমস্ত।
অসুরের মুণ্ডচ্ছেদ ধরি ধনু অস্ত্র।।
গৌরাঙ্গ লীলায় দয়া-অস্ত্র-ধনুধরি'।
কলির কলুষনাশ করিল শ্রীহরি।।
লিখিলেন গোস্বামীরা অস্ত্র সাঙ্গোপাঙ্গ।
করিলেন পাষণ্ড দলন শ্রীগৌরাঙ্গ।।
ধন্য-লীলা প্রেম-ভক্তি করিল প্রকাশ।
রামচন্দ্র নরোত্তম প্রভু শ্রীনিবাস।।
তবু নাহি গেল বৈষ্ণবের কুটিনাটি।
জ্ঞান কাণ্ড কর্মকাণ্ড বিষয় ভ্রুকুটি।
বৈষ্ণবের পক্ষে হরি ভকতি বিলাস।
লিখিলেন গ্রন্থ কবিরাজ কৃষ্ণদাস।
তাহার মধ্যেতে প্রকাশিল বিধি ভক্তি।
বিধিভক্তে নাহি হয় ব্রজভাব প্রাপ্তি।।
স্বয়ং এর শ্রীমুখের বাক্য নিদর্শন।
চৈতন্য চরিতামৃত মঙ্গলাচারণ।।